হেঁয়ালির ছন্দ

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর
কাহিনি অবলম্বনে
গল্প: শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি: ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

কলকাতার মেসবাড়িতে রিভলভারের গুলিতে খুন হলেন নটবর নস্কর। সেদিন সন্ধে সাড়ে ছ'টার সময় মেসের সকলে গুলির আওয়াজ শুনতে পান। খুনের আগ্নেয়াস্ত্রটি পড়ে থাকতে দেখা যায় জানালার কাছে। ওই মেসবাড়িতে তাসের আড্ডায় যাওয়া শুরু করেছিলেন ব্যোমকেশের বন্ধু অজিত। পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ অজিত আর মেসের ম্যানেজার শিবকালীবাবুকে। কে এই হত্যাকারী? মেসের কোনও বাসিন্দা নাকি বাইরের কেউ? অজিতকে সঙ্গে নিয়ে তদন্তে নামলেন সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী।

হেঁয়ালির ছন্দ

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে

গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
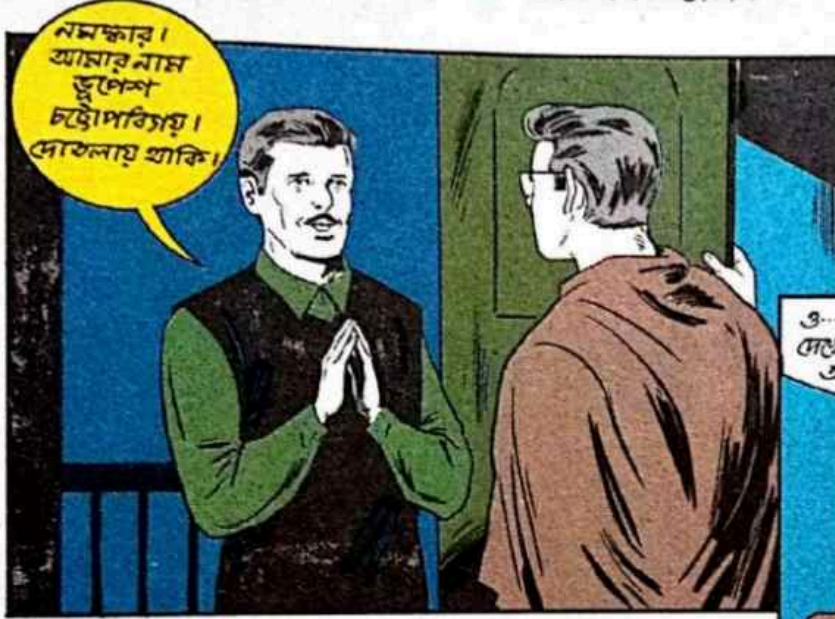
সত্যবতীকে বলে নীচে এলাম। ভুপেশবাবু অন্য দু'জনকেও ডেকে নিলেন।
রামবাবু, বনমালীবাবু, আপনারা আসুন। অজিতবাবুকে পাকড়েছি।
আসুন অজিতবাবু।
ঘরটা বেশ সুপরিসর বড়সড়।
চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে।
রামবাবু আর বনমালীবাবু এসে পড়লেন।
আপনারা কি মামাতুতো ভাই?
না। আমি বৈদ্য, উনি কায়স্থ।

গরম সিঙাড়া আর চা শেষ করে খেলতে বসলাম।

রাত ন'টায় খেলা শেষ হল।
কাল আবার বসবেন তো?
বসব।

তাসের আড্ডা রোজ বসতে লাগল। পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেল।

সেদিন সাড়ে ছ'টার সময় আড্ডায় যাব বলে নামছি। এমন সময়...
দুম
?

ভূপেশবাবুর ঘরে ঢুকতেই...
ওই...ওই...গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামি আলোয়ান!

কী ব্যাপার? কী হয়েছে?

যেই জানলাটা খুলেছি, অমনি নীচে দুম করে শব্দ।
একটা লোক তাড়াতাড়ি গলি থেকে বেরিয়ে গেল।
!
আমাদের বাসাবাড়িটা সদর রাস্তার ওপর। বাড়ির পাশ দিয়ে একটা ইটবাঁধানো সরু কানাগলি বাড়ির খিড়কির সঙ্গে সদর রাস্তার যোগ করেছে।
বাসার চাকরবাকর ওই রাস্তায় যাতায়াত করে।
এই ঘরের নীচের ঘরে এক ভদ্রলোক থাকেন। শব্দটা তাঁর ঘর থেকে আসেনি তো?
!!?
নীচের ঘরে থাকেন নটবর নস্কর।
চলুন। তিনি হয়তো বলতে পারবেন এটা কীসের আওয়াজ।

নীচের তলায়
নটবরবাবু! নটবরবাবু!

ক্যাঁ-অ্যা-চ্-
কেমন একটা বারুদ-বারুদ গন্ধ আসছে!

দাঁড়ান, আমি আলোটা জ্বালি।

কট্
!?!?
দ-দা-দা! ন-নটবর নস্কর মরে গেছে গো!

এই যে... দেখুন।

অ্যাঁ:! ওরে ব্বাবা! এত রক্ত! নটবরবাবু! ওরে ব্বাবা! কী... কী করে?

পিস্তলের গুলিতে। আপনি কি বাসায় ছিলেন না?

অ্যাঁ!? আ আমি একটু কাজে বেরিয়ে... এখন উপায়?

পুলিশে খবর দেওয়া। আপনারা কেউ কোথাও যাবেন না।

পাড়ার দারোগা প্রনববাবু খবর পেয়ে দলবল নিয়ে হাজির হলেন।
খি-খি-খিক্! বাঘের ঘরে — ঘোগের বাসা, সর্ষের মধ্যে ভূত!
মানে? কী বলছেন?

বলছি, ব্যোমকেশবাবু থাকতে আবার আমাকে ডাকাডাকি কেন? খি-খি:...
ব্যোমকেশ কলকাতায় নেই।
অ:! তা বেশ।

সব শোনার পর
আপনারা এখন যেতে পারেন। তবে অজিতবাবু আর শিবকালীবাবু —

!?

যতদিন খুনের কিনারা না হয় আপনারা দু'জন। আমাকে না বলে

তার মানে?

তার মানে, আপনাদের দু'জনের গায়েই ... বাদামি আলোয়ান রয়েছে। খি-খি-খি!
!!

পরদিন সকালে মেসের সকলে যে যার কাজে বেরিয়ে গেল। সন্ধেবেলা ভূপেশবাবুর ঘরে আমরা চা খেয়ে ফিরে এলাম। পুরো ঘটনাটা লিখতে বসলাম।
সবে লেখা শেষ করেছি, এমন সময়...
আরে! তুমি ফিরে এলে? কাজ শেষ হয়ে গেল?
কাজ আরম্ভই হয়নি। সরকারের দু'দপ্তরে ঝগড়া লেগে গেছে। ওদের কামড়াকামড়ি থামলে আবার যাব।
এদিকে মেসে এক কাণ্ড ঘটে গেছে।
চা খেতে-খেতে ব্যোমকেশ আমার লেখাটা পড়ল।
?
হুম্‌ম্‌! প্রনব দারোগা তোমাকে তা হলে শহরবন্দি করে রেখেছে।
চলো, ভূপেশবাবুর সঙ্গে আলাপ করে আসি।
চলো। অন্য দু'জনের সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে।
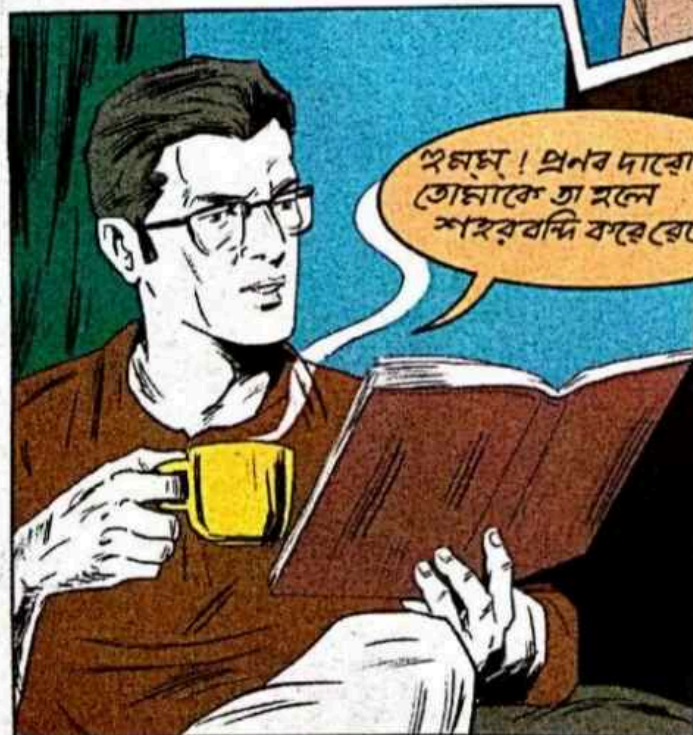
ভূপেশবাবু সমাদরে ব্যোমকেশকে অভ্যর্থনা করলেন।

আমারও একসময় ব্রিজ খেলার নেশা ছিল। তারপর অজিত দাবা শিখিয়েছিল। এখন আর ভাল লাগে না।

আমার এখনও ব্রিজ খেলতে বেশ ভাল লাগে।
ব্রিজ বুদ্ধির খেলা। যাদের বুদ্ধি আছে, তারা পছন্দ করে।

আমি একজনকে জানতাম, সে পুত্রশোক ভোলার জন্য ব্রিজ খেলত।
আমি আজই ফিরেছি। অজিতের মুখে সব শুনলাম।

যদিও নটবরবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না, কিন্তু নিজের ঘরের দোরগোড়ায় খুন বড় একটা দেখা যায় না।
তাই ভাবলাম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

তবু তো আপনার পায়ের ধুলো পড়ল। আমিও নটবরবাবুকে আগে কখনও চোখে দেখিনি।
রামবাবু আর বনমালীবাবু ওঁকে চিনতেন।

নটবরবাবু কেমন লোক ছিলেন?
অ্যাঁ...তা...লোক মন্দ নয়...বেশ ভালই লোক... ...তবে...

দেখুন, ওঁর আগে সেরকম কোনও ঘনিষ্ঠতা আমাদের ছিল না।
ঢাকায় থাকতে উনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। ওইটুকুই আর কী...
কতদিন আগে ঢাকায় ছিলেন?
পাঁচ-ছ-বছর তারপর এখানে চলে এলাম।

ওখানে দু'জনে এক অফিসে চাকরি করতেন বুঝি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। গডফ্রে ব্রাউন কোম্পানি তে... মস্ত বিলিতি কোম্পানি...

বনমালী, আজ আমাদের নারায়নবাবুর বাড়ি যাবার কথা। মনে আছে?
আ-আচ্ছা! আজ তবে আমরা উঠলাম।

দু'জনে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

ব্যোমকেশবাবু, আপনার প্রশ্নে ওদের আঁতে ঘা লেগেছে।
কেন আঁতে ঘা লাগল বুঝলাম না। আপনি কিছু জানেন?
কিছু না। ওই সময় আমিও অবশ্য ঢাকায় ছিলাম, কিন্তু ওদের চিনতাম না।

ও, আপনিও ঢাকায় ছিলেন?
হ্যাঁ, দেশভাগ হবার পর এখানে চলে আসি।
ব্যোমকেশবাবু, আপনি তখন যে বললেন, এককালে পুত্রশোক ভোলার জন্য ব্রিজ খেলত, সেটা কি সত্যি?

হ্যাঁ। অনেকদিন আগের কথা। তখন কলেজে পড়তাম। কেন বলুন তো?

এই দেখুন। আমার ছেলে!

ছেলে!

মারা গেছে। ঢাকায় যেদিন দাঙ্গা শুরু হয়।
!!
সেদিন স্কুলে গিয়েছিল, আর স্কুল থেকে ফিরে এল না!
আপনার স্ত্রী?

সেও মারা গেছে। হার্ট দুর্বল ছিল, পুত্রশোক সইতে পারল না।
আমি মরলাম না, ভুলতেও পারলাম না। পাঁচ-ছ'বছর হয়ে গেল। কাজ করি, তাস খেলি, হাসি, বেড়াই, তবু... ভুলতে পারি না।

শোকের স্মৃতি মুছে ফেলার যদি কোনও ওষুধ হত?

একমাত্র ওষুধ মহাকাল।

নীচে নামতেই ম্যানেজারবাবু ছুটে এলেন।

ও মশাই! কবে এলেন? কখন এলেন? সব শুনেছেন তো?

কী মুশকিল দেখুন দেখি, পুলিশ যে আমাকে ধরে টানাটানি করছে!

শুধু আপনাকে নয়। অজিতকে নিয়েও টানাটানি করছে।

হ্যাঁ। হ্যাঁ। তাই তো - তাই তো। বাদামি আলোয়ান! কোনও মানে হয়? একটা ব্যবস্থা করুন না?

দেখি চেষ্টা করে।

রাস্তায় নেমে

এসো তো। গলিটা একবার দেখে যাই।

আমাদের বাসার পাশের গলি, যেখান দিয়ে নটবরবাবুকে গুলি করে বাদামি আলোয়ান গায়ে লোকটা পালিয়েছিল।

নটবরবাবুর ঘরের জানলা বন্ধ।

ওটা কীসের দাগ বলতো?
কীসের দাগ?

?

ও কী! মাটিতে নাক ঘষছ কেন?
নাক ঘষিনি। শুঁকছিলাম।
শুঁকছিলে? কেমন গন্ধ?
চাও তো তুমিও শুঁকে দেখতে পার।

আমার দরকার নেই!
তাহলে থানায় চলো।

ব্যোমকেশবাবু! সকালবেলাই আপনার মুখ দেখলাম! কী সৌভাগ্য! খি-খি-ক্!
আমার সৌভাগ্যও কম নয়। সকালবেলা বেঁটে মানুষ দেখলে কী ফল হয় তা শাস্ত্রেই লেখা আছে।

কিছু দরকার আছে কি?

আছে বই কী। প্রথম কথা, আপনি অজিতকে শহরবন্দি করে রেখেছেন, একথা শুনলে কমিশনার সাহেব কী বলবেন?

দেশে আইন আদালত আছে। অকারণ কারও স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করলে পুলিশেরও সাজা হতে পারে।
বুঝলাম। আর কিছু?

নটবর নস্করের মৃত্যু সম্বন্ধে কোনও খবর পেয়েছেন?

বাইরের লোককে সব খবর জানানোর আমাদের নিয়ম নেই। তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারি।
বুকের হাড় ফুটো করে গুলি হৃদ্‌যন্ত্রে ঢুকেছে। ওই পিস্তল থেকেই গুলি বেরিয়েছে।

পিস্তলের মালিক কে?
মার্কিনি ফৌজি পিস্তল, কালোবাজার থেকে কেনা। মালিকের নাম জানা অসম্ভব।

তার ঘর থেকে কিছু বেরিয়েছে?
ঘর ওই টেবিলের উপর আছে। ডায়েরি, পাসবুক, আদালতের কাগজ। দেখতে পারেন।

হুমম্ম। দেখা হয়েছে।
বেশ-বেশ। আসামির নাম ধাম সব জানতে পেরে গেছেন?

হ্যাঁ, পেরেছি।
!!

তবে একটু সাহায্য করতে পারি। মেসের পাশের গলিটা খুঁজে দেখুন।
সেখানে আসামি তার পদচিহ্ন রেখে গেছে নাকি! খি-খি-খি।
পদচিহ্নের চেয়েও গুরুতর চিহ্ন রেখে গেছে।

বলেন কী! এরইমধ্যে! তা দয়া করে নামটা আমায় বলুন। গ্রেপ্তারটা সেরে ফেলি।

না দারোগাবাবু। আপনি এই কাজের জন্য মাইনে খান, ওটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে।

আর-একটা কথা, দু'-চার দিনের মধ্যে আমি অজিতকে নিয়ে কটক চলে যাব। আপনার যদি সাহস থাকে তাকে আটকে রাখুন। চলো অজিত।
!
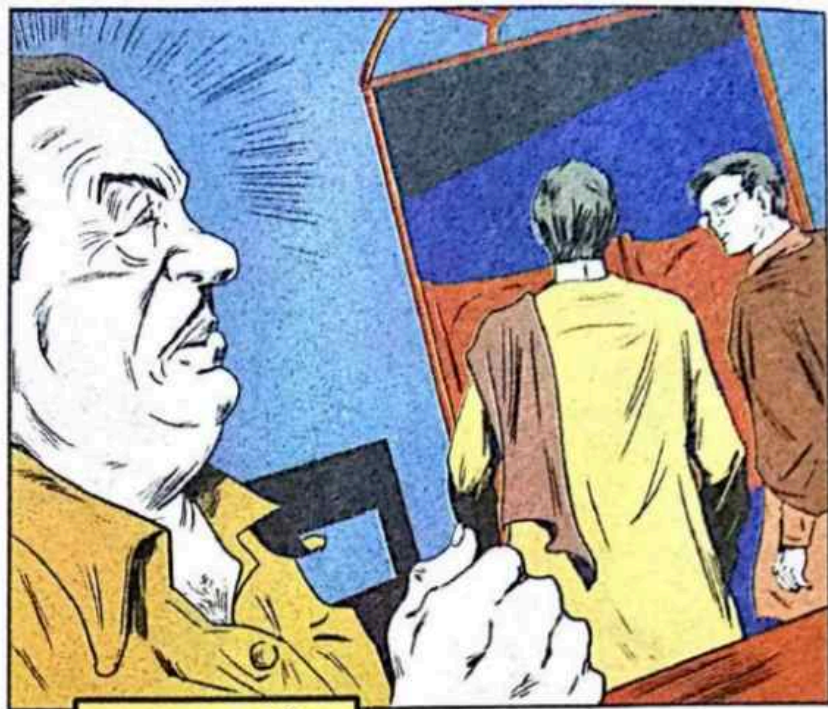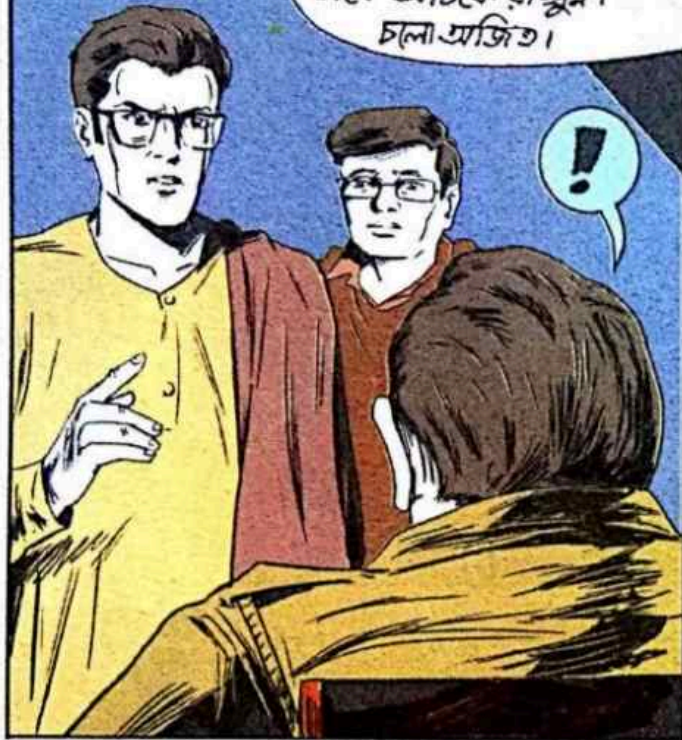
থানা থেকে বেরিয়ে
থানায় আমার আগেই জানতে পেরেছি।
কে আসামি, ধরতে পেরেছ?

কে? কে খুনি? চেনা লোক?
পরে বলব। এখন এইটুকু জেনে রাখো যে, নটবর নস্করের পেশা ছিল ব্ল্যাকমেল করা।

!!
তুমি বাসায় যাও। আমাকে একটু গডফ্রে ব্রাউনের কলকাতা ব্রাঞ্চে যেতে হবে।
আমাকে হাত নেড়ে ব্যোমকেশ চলে গেল।

ব্যোমকেশ ফিরল যখন বেলা দেড়টা
অজিত, তুমি বিকেলবেলা রামবাবু, বনমালীবাবু আর ভূপেশবাবুকে চায়ের নেমন্তন্ন করে আসবে।

আজ সন্ধেয় এই ঘরে সভা বসবে।
তথাস্তু। কিন্তু ব্যাপারটা কী বলোতো?

ধৈর্যধারণ করো। আজ চায়ের সময় সব জানতে পারবে।

সন্ধেবেলা সবাই হাজির হলেন। চা জলযোগ শেষ হলে রামবাবু চুরুট ধরালেন।

ব্যোমকেশ হঠাৎ
আপনি সিগারেট খান না বুঝি, বনবিহারীবাবু?
আজ্ঞে... আ... আমার নাম...
আপনি বনবিহারী আর আপনার ভাই রাসবিহারী ওরফে রামবাবু।

অজিত অনেকটা আন্দাজ করেছিল, তবে আসলে আপনারা মাসতুতো নন, সহোদর ভাই।

নটবর নস্কর আপনাদের ব্ল্যাকমেল করত। গডফ্রে ব্রাউন অফিসে আপনাদের চুরির ব্যাপারটা সে জানত। মুখ বন্ধ রাখার জন্য সে প্রতিমাসে আপনাদের থেকে টাকা খেত।

এর থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় ছিল নটবরের মৃত্যু।
না-না! দোহাই ব্যোমকেশবাবু! আমরা ওকে খুন করিনি!

নটবরকে কে মেরেছে তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।
তবে এখন যে ব্যাঙ্কে আপনারা কাজ করেন সেখানে যদি গডফ্রে ব্রাউনের মতো চুরির ঘটনা ঘটে, তা হলে...
না, না, কথা দিচ্ছি, ওরকম ভুল আর কখনও হবে না!

অজিতের লেখা পড়ে আমার একটা খটকা লেগেছিল।
পিস্তলের আওয়াজ অত জোর হয় না।
হয় বন্দুক নয় বোমা ফাটালে হয়।
কিন্তু নটবর মরেছে পিস্তলের গুলিতে।
?

নটবরের জানলার ওপর পিস্তলটা পাওয়া গেল। সেটা আততায়ী ফেলে গেল কেন?
আমার মনে হল এর আড়ালে একটা মস্ত ধাপ্পাবাজি রয়েছে।

!

ভূপেশবাবুর ঘরের নীচে নটবরের ঘর। গলির দিকে দুজনেরই ঘরের জানলা।
সেখানে গিয়েই দেখলাম জানলার নীচে পটকা ফাটার পাঁশুটে দাগ।

শুঁকে অল্প বারুদের গন্ধও পেলাম!

আর সন্দেহ রইল না। চমৎকার একটি অ্যালিবাই সাজানো হয়েছে।
কে সাজিয়েছে?
ভূপেশবাবু ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। কারণ, জানলা তিনিই খুলেছিলেন। অন্যরা এসেছিল আওয়াজ হবার পরে।

সেদিন সন্ধের সময় ভূপেশবাবু নটবরের ঘরে গেছিলেন। পিস্তল তাঁর কাছেই ছিল।
নটবরকে তিনি গুলি করলেন।
গলির দিকের জানলা খুলে সেখানে পিস্তল রেখে নিজের ঘরে ফিরে এলেন।

তারপর যেই সিঁড়িতে অজিতের চটির শব্দ পেলেন অমনি জানলা দিয়ে নীচে পটকা ফেললেন।
দুম করে শব্দ হল। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন ওই-ওই বাদামি আলোয়ান গায়ে লোকটা বলে। সবাই তাই বিশ্বাস করল।
ওই-ওই গলি থেকে বেরিয়ে গেল, দেখতে পেলেন? গায়ে বাদামি আলোয়ান!
কোথাও ভুল বললাম কি?
না। একদম ঠিক। আপনাকেই আমার ভয় ছিল। আপনি যে এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন ভাবিনি।
দুটো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। এক, পিস্তলের আওয়াজ চাপা দিলেন কী করে?
দুই, নটবরকে খুন করার কারণ কী?
আমি শাল গায়ে জড়িয়ে নটবরের ঘরে গিয়েছিলাম।
শালের ভেতর হাতে পিস্তল ছিল।
নিজের পরিচয় দেবার পর শালের ভিতর থেকে গুলি করেছিলাম, তাই আওয়াজ বাইরে যায়নি।
বুঝলাম। আর আপনার মোটিভ কী? যদিও আমি কতকটা আন্দাজ করেছিলাম আপনার ছেলের ছবি দেখে...

হ্যাঁ। ওটাই কারণ। যেদিন দাঙ্গা বাধে সেদিন নটবর আমার ছেলেকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে গেছিল।
!
সেদিন সন্ধের পর আমার বাসায় এসে বলল, দশহাজার টাকা পেলে ছেলেকে ফিরিয়ে দেবে।
অত টাকা আমার ছিল না, যা ছিল সব দিলাম, আমার স্ত্রী গায়ের সব গয়না খুলে দিল।
নটবর সব নিয়ে চলে গেল। কিন্তু ছেলেকে ফিরে পেলাম না। নটবরের দেখাও আর পেলাম না।
তারপর কত বছর কেটে গেল। স্ত্রী-পুত্র হারিয়ে কলকাতায় এলাম। হঠাৎ একদিন ওকে রাস্তায় দেখলাম। তারপর ···
বুঝেছি। আর বলার প্রয়োজন নেই, ভূপেশবাবু।
এখন আমার সম্বন্ধে আপনি কী করতে চান?
সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র কোথায় যেন একবার বলেছিলেন, 'দাঁড়কাক মারলে ফাঁসি হয় না।'
!?
আমার বিশ্বাস শকুনি মারলেও ফাঁসি হওয়া উচিত নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

স মা প্ত